দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

007

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফল কবে জানানো হবে?

আমরা ১৯৮৮ সনের ৩রা আগষ্ট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেই। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ (অনার্স) ভর্তি পরীক্ষার ফল বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার মারফত ৩১শে আগষ্ট প্রকাশ করার কথা ছিল। তারপর আজ প্রায় একমাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে না। অভিযোগ আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। সেই ব্যাপারে তদন্ত চলছে এবং ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ছাত্রছাত্রীরা কবে ভর্তি হবে এবং কবে ক্লাস শুরু হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এখনও ক্লাস শুরু হওয়ার কোন তারিখ ধার্য করা হয়নি।

অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন যে, এই ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নিয়ে অবিলম্বে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হোক।

মোঃ আনোয়ারুল কুদুস
রসায়ন (১ম বর্ষ)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অনার্সের ফল প্রকাশ করুন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ১৯৮৫ সালের অনার্স পরীক্ষা শুরু হল ১৯৮৭ সালের অক্টোবরে আর শেষ হল ১৯৮৮ সালের জানুয়ারীতে। এরপরে এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফল প্রকাশ হল না। প্রসঙ্গত যে, কটা খাতা তাতে অতি স্বল্প সময়ে ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব।

ইতিমধ্যে বিসিএস পরীক্ষার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন ফর্ম দেওয়া শুরু করেছে কিন্তু সেটা থেকেও ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত। তাদের চাকরির বয়স আর থাকছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজকর্মে অনীহাই এর জন্য দায়ী। এই সমস্যা সমাধানের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনৈক অভিভাবক।

ঘোষিত তারিখেই ডিগ্রী পরীক্ষা নিন

অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৮ সনের ডিগ্রী পরীক্ষা ১৯শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আশা করব পরীক্ষা যেন ঠিক সময় অনুষ্ঠিত হয়। আর যেন পিছানো না হয়। যদি আরও পিছানো হয় তবে ডিগ্রী পরীক্ষা ও অনার্স পরীক্ষার ন্যায় সেশন জটের সম্মুখীন হবে। আশাকরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

লিটন, তপন ও উত্তম কুমার (জনি),
সরকারী তোলারাম কলেজ,
ডিগ্রী পরীক্ষার্থী।

প্রসঙ্গ ঃ ইমাম প্রশিক্ষণের সিলেবাস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের সকল মসজিদের ইমামদেরকে আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের জন্য ১৯৭৯ সালে ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু হয়। প্রকল্পটি শুরু হতেই একটি সুন্দর পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে ইমামদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশ, সমাজ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে ইমামদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে ইমামরা কুটিরশিল্প স্থাপন, মসজিদের মজা পুকুরে মাছ চাষ, পতিত জমিতে আবাদ ও বৃক্ষরোপণ, আধুনিক কৃষি-কাজে পরামর্শ দান, দুস্থ ও আর্তমানবতার সেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি হয়েছিল ইমামদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। বলা যায় ইমাম প্রশিক্ষণের সিলেবাসটি ছিল ইমামদেরকে আর্থ-সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত করার মত যোগ্য করে গড়ে তোলার একটি হাতিয়ার। কিন্তু বর্তমানে ১৯৮৮।৮৯ অর্থসালে ইমামদেরকে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে পূর্ববর্তী সেই সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যেমন পশুপাখী পালন, কুটির শিল্প, হোমিও চিকিৎসা, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার ও বেকারত্ব দূর করা এবং সমাজ কল্যাণসহ উন্নীত বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব, সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ, ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

ক্বারী আ, ফ, ম আবদুল কাইয়ুম,
রোল নং-১০৬
(হাফেজ)মেশাহিদ আহমদ,
রোল নং-১৭১, দল নং-২১৫
ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্প
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা।